INDECLINABLE PAST PARTICIPLE

প্রশ্ন কী কী অর্থে ক্ত্বা প্রত্যয়ের প্রয়োগ করা হয় ?

উত্তর - ১। 'অলং খল্বোঃ প্রতিষেধয়োঃ প্রাচাং ক্ত্বা (৩/৪/১৮)' সূত্রানুসারে প্রতিষেধাত্মক অলং ও খলু শব্দ উপপদ হলে অর্থাৎ পূর্বে থাকলে ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। উদাহরণ যথা অলং দত্বা (দা+ক্ত্বা) অর্থাৎ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। পীত্বা (পা+ক্ত্বা) খলু অর্থাৎ পান করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অলং এবং খলু শব্দ উপপদ না হলে ক্ত্বা প্রত্যয় হবে না। উদাহরণ যথা মা কার্ষীঃ। প্রতিষেধাত্মক না হলে ক্ত্বা প্রত্যয় হবে না। যথা অলংকারঃ।

২। 'সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে (৩।৪।২১)' সূত্রানুসারে যখন একাধিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় এবং তাদের একজনই কর্তা হয় তখন পূর্বকালে অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার বোধক ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেমন রামঃ স্নাত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা ব্রজতি। অর্থাৎ রাম স্নান করে ভোজন করে পান করে ভ্রমণ করছে। একই ব্যক্তি রাম স্নান রূপ ক্রিয়া, ভোজন রূপ ক্রিয়া , পান রূপ ক্রিয়া এবং ভ্রমণ রূপ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। স্নানাদি ক্রিয়া পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে এখানে ক্ত্বা প্রত্যয় হয়েছে।

৩। 'ময়তেরিদন্যতরস্যাম্ (৬/৪/৭০)' সূত্রানুসারে মেঙ্ ধাতুর একারের স্থানে ইকার আদেশ হয় বিকল্পে ল্যপ্ প্রত্যয় পরে থাকলে। যেমন অপচিত্য যাচতে অপমায় বা। সূত্রে 'উদীচাম্' পদের গ্রহণের দ্বারা ক্ত্বা প্রত্যয়েরও প্রয়োগ স্বীকার করা হয়েছে। উদাহরণ যথা যাচিত্বা অপমীয়তে।

৪। 'আভীক্ষ্ণে ণমূল্ চ (৩/৪/২২)' সূত্রানুসারে পৌনঃপুন্য অর্থ প্রকাশ পেলে পূর্বকালিক ক্রিয়াবাচক ধাতুর দ্বিত্ব হয় এবং ধাতুর উত্তরে ণমূল্ বিকল্পে ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। উদাহরণ যথা স্মারং স্মারং নমতি শিবম্ বিকল্পে **স্মৃত্বা স্মৃত্বা** নমতি শিবম্।

৫। 'বিভাষাগ্রেপ্রথমপূর্বেষু (৩/৪/২৪) ' সূত্রানুসারে অগ্রে, প্রথম ও পূর্ব শব্দের যোগে ধাতুর উত্তরে ণমূল্ বিকল্পে ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। উদাহরণ যথা - অয়ম্ অগ্রে ভোজম্ (অগ্রে **ভুক্ত্বা** বা) ব্রজতি।

৬। 'অব্যয়েঽযথাভিপ্রেতাখ্যানে কৃঞঃ ক্ত্বাণমূলৌ (৩/৪/৫৯) ' সূত্রানুসারে অব্যয় শব্দ উপপদ হলে অযথাভিপ্রেত আখ্যান বোঝালে কৃঞ্ ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় ও ণমূল্ প্রত্যয় হয়। উদাহরণ যথা উচ্চৈঃকৃত্য (ণমূল্), উচ্চৈঃকৃত্বা (ক্ত্বা)।

৭। 'তির্য্যচ্যপবর্গে (৩/৪/৬০)' সূত্রানুসারে সমাপ্তি অর্থ বোঝালে এবং তির্য্যক্ শব্দ উপপদ হলে কৃঞ্ ধাতুর ক্ত্বা ও ণমূল্ হয়ে থাকে।

৮। 'স্বাঙ্গে তস্ প্রত্যয়ে কৃভ্বোঃ (৩/৪/৬১)' সূত্রানুসারে তস্ প্রত্যয়ান্ত স্বাঙ্গবাচক শব্দ পূর্বে থাকলে কৃ ও ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত্বা ও ণমূল্ প্রত্যয় হয়ে থাকে। যথা মুখতঃকৃত্য গতঃ বা মুখতঃ**কৃত্বা** গতঃ।

৯। 'তূষ্ণীমি ভবঃ (৩/৪/৬৩)' সুত্রানুসারে 'তূষ্ণীম্' শব্দ পূর্বে থাকলে ভূ ধাতুর উত্তরে ক্ত্বা ও ণমূল্ প্রত্যয় হয়। যথা তূষ্ণীংভূয়, তূষ্ণীংভূত্বা।

১০। 'অন্বচ্যানুলোম্যে (৩/৪/৬৪)' সূত্রানুসারে অন্বক্ শব্দ উপপদ হলে এবং আনুকুল্য অর্থ বোঝালে ভূ ধাতুর উত্তর ক্ত্বা ও ণমুল্ প্রত্যয় হয়। কিন্তু আনুকুল্য অর্থ না বোঝালে শুধুমাত্র ক্ত্বা প্রত্যয় হয়। যথা অন্বগ্ **ভূত্বা** তিষ্ঠতি।

প্রশ্ন ক্ত্বা প্রত্যয়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

উত্তর - ১। ইটের সঙ্গে বিদ্যমান যে ক্ত্বা প্রত্যয় তা কিৎসংজ্ঞক হয় না। যথা শমিত্বা। সূত্র- ' ন ক্ত্বা সেট্ (১/২/১৮)'

২। নকারোপরোধ থকারান্ত ও ফকারান্ত ধাতুর উত্তর যে সেট্ ক্ত্বা প্রত্যয় তার বিকল্পে কিৎসংজ্ঞা হয়।যথা শ্রথিত্বা বা শ্রন্থিতা। সূত্র- 'নোপধাৎ থফন্তাদ্বা (১/২/২৩) '

৩। বঞ্চ, লুঞ্চ,ঋত এই ধাতুগুলির উত্তর সেট্ ক্ত্বা প্রত্যয়ের বিকল্পে কিৎসংজ্ঞা হয়। যথা বচিত্বা বা বঞ্চিত্বা। সূত্র - 'বঞ্চিলুঞ্চ্যৃতশ্চ (১/২/২৪)।

৪। কাশ্যপ মুনির মতে তৃষ, মৃষ, ও কৃশ এই তিনটি ধাতুর সেট্ ক্ত্বা প্রত্যয়ের বিকল্পে কিৎসংজ্ঞা হয়। যথা - তৃষিত্বা বা তর্ষিত্বা। সূত্র - 'তৃষিমৃষিকৃশেঃ কাশ্যপস্যঃ (১/২/২৫)'

৫। উকার ইৎ ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় স্থানে বিকল্পে ইট্ হয়। সূত্র - 'উদিতো বা '

৬। হ্বাদিগণীয় হা ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুস্থানে হি আদেশ হয়। যথা হিত্বা। সূত্র- 'জহাতেশ্চ ক্ত্বি (৭/৪/৪৩)'।

৭। ক্ত্বা প্রত্যয় পরে থাকলে জ-কারান্ত ধাতু এবং নশ ধাতুর নকারের বিকল্পে লোপ হয়। যথা ভক্ত্বা বা ভঙ্ ক্ত্বা। সূত্র - 'জান্তনশাং বিভাষা (৬।৪।৩২)'।

৮। ঝলাদি ক্ত্বা প্রত্যয় পরে থাকলে ক্রম ধাতুর উপধার বিকল্পে দীর্ঘ হয়। যথা ক্রান্ত্বা বা ক্রন্ত্বা। সূত্র - 'ক্রমশ্চ ক্ত্বি (৬/৪/১৮)'

প্রশ্ন ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ের পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর -‘সমানকর্তৃকয়োঃ পূর্বকালে (৩।৪।২১)’ সূত্রানুসারে যখন একাধিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় এবং তাদের একজনই কর্তা হয় তখন পূর্বকালে অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার বোধক ধাতুর উত্তর ক্ত্বা প্রত্যয় হয়ে থাকে। যেমন রামঃ স্নাত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা ব্রজতি। অর্থাৎ রাম স্নান করে ভোজন করে পান করে ভ্রমণ করছে। একই ব্যক্তি রাম স্নান রূপ ক্রিয়া, ভোজন রূপ ক্রিয়া , পান রূপ ক্রিয়া এবং ভ্রমণ রূপ ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। স্নানাদি ক্রিয়া পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে এখানে ক্ত্বা প্রত্যয় হয়েছে। কিন্তু ‘সমাসেঽনঞ্পূর্বে ক্তো ল্যপ্ (৭/১/৩৭) ’ সূত্রানুসারে যদি সমাসে পূর্বপদটি অব্যয় হয় এবং তা নঞ্ সমাস না হয় তবে সেস্থলে ‘ক্ত্বা’ প্রত্যয় না হয়ে ‘ল্যপ্’ প্রত্যয় হয়। নঞ্ ছাড়া নঞ্ সদৃশ অব্যয় এখানে বিবক্ষিত হবে। উপসর্গগুলিও অব্যয়। তাই উপসর্গ বা অন্য কোন ও অব্যয় পূর্বে আছে এরকম সমাস হলে তবেই ল্যপ্ হয়। যেমন প্র+কৃ+ ল্যপ্ = প্রকৃত্য। আবার ‘ন কৃত্বা = অকৃত্বা’ এই ক্ষেত্রে নঞ্ সমাস হওয়ায় ল্যপ্ প্রত্যয় হবে না। সুতরাং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে সমাপিকা ও অসমাপিকা উভয়ক্রিয়ার কর্তা এক হলে উপসর্গহীন ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ এবং উপসর্গযুক্ত ধাতুর উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয় হবে। যেমন গম্ ধাতুর উত্তরে ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় যোগ করে ‘গত্বা’ রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ‘আ’এই উপসর্গ গম্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হলে তার সঙ্গে ল্যপ্ প্রত্যয় সংযুক্ত হবে কিন্তু ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় যুক্ত হবে না ,ফলে রূপটি হবে ‘আগম্য /আগত্য’